প্রথম আলো

শিক্ষার্থীদের লেজুড়বৃত্তি বন্ধে রাজনীতিকদের ওপর চাপ দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক

শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাজনীতির চর্চা থাকতে হবে। তবে বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি যে ধারা চালু রয়েছে, তা অবশ্যই পাল্টাতে হবে। শিক্ষকদেরও আনুগত্যের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। কলুষিত এ রাজনীতির ধরন পাল্টানোর ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের অনীহা রয়েছে। শিক্ষক-ছাত্র অভিভাবকদের ঐক্যবদ্ধভাবে রাজনীতিবিদদের ওপর এখন চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

ধানমন্ডির বিলিয়া মিলনায়তনে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি বিষয়ে এ গোলটেবিল আলোচনায় গতকাল শনিবার শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা এ কথা বলেন বাংলাদেশ হেরিটেজ ফাউন্ডেশন ওই গোলটেবিলের আয়োজন করে। এতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা পারভীন (লিমা মেহরিন)।

আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের—ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপ নজরুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নিজেদের মানোন্নয়নে চেষ্টা করেন না। প্রতিষ্ঠা শিক্ষার্থী ভর্তি করার ক্ষেত্রেও মান ধরে রাখার চেষ্টা করা হয় না। এর ফলে শিক্ষার মান দিন দিন ক যাচ্ছে। শিক্ষক-ছাত্রদের রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি বা আনুগত্য তো রয়েছেই। এটা কখনোই কাম্য নয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, শুধু শিক্ষার্থীদে দোষ দিলে হবে না। দেশের সামগ্রিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা বন্ধ করতে হবে।

বেসরকারি সাউথ-ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শমসের আলী শিক্ষাঙ্গনে লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি বন্ধে রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে অঙ্গীকার আদায়ের পরামর্শ দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক সদরুল আমিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মা পতনের জন্য শুধু শিক্ষার্থীরাই দায়ী নয়। তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে।

ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ওয়ালিউর রহমানের সভাপতিত্বে বৈঠকে আরও বক্তৃতা করেন ঢাব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপ আহমেদ নিয়াজ, বুয়েটের নিহত ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনির বাবা হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া প্রমুখ।